অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত বা ধারনা হল যে, হযরত নূহ (আঃ) এঁর জনৈক পুত্র সাম এর বংশধরগন মধ্য ও দক্ষিন আরব ভূখণ্ডে তাদের যে বিশাল জনবসতি বিস্তার করেছিল, তাদের ব্যবহৃত ভাষা গোষ্ঠীকে "সামী" বা সেমেটিক ভাষা বলে। বস্তুত, 'সাম' এর নামানুযায়ী এই ভাষা গোষ্ঠীকে **Semetic Language** বলা হয়ে থাকে।

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী 'এই বিশাল জনগোষ্ঠী' বলতে, হযরত ইসমাইল (আঃ) এর বার পুত্রের বংশধরগণকে গণ্য করা হয়ে থাকে, যারা দক্ষিণে ইয়ামেন হতে উত্তরে শাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলেন। ইরাক বা পূর্বতন মেসোপটেমিয়ার জনবসতি ও এই সেমেটিক বা সামী জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পবিত্র তাওরাত শরীফ এর বর্ণনায় এই সামী জাতির উল্লেখ আছে। এই জনগোষ্ঠী যে হযরত নূহ (আঃ) তনয় সাম এর বংশধর, তার উল্লেখ তাওরাতে পাওয়া যায়, প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যের ঐতিহাসিক জুরজি জায়দান এই মর্মে বলেন, ...

و التى كانت تتفاهم بالفينيقية و الاشورية و الارامية "شعوبا سامية" نسبة الى سام بن نوح لأن هذة الا الامم جاء فى التوراه

...ـا من نسله وسموا لغاتهم اللغات السامية ولا خلاف في أن
هذه اللغات متشابهة في ألفاظها وتراكيبها وأنها من أصل واحد
سموها اللغة السامية[1]

বিখ্যাত ঐতিহাসিক শাওকী যায়ফ ও সামী ভাষা গোষ্ঠী সম্পর্কে প্রা... অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। তার মতে "সামী" শব্দটি মধ্য প্রাচ্যে বসবাসকারী বিশাল জনগোষ্ঠীর নাম, এই শব্দটি তওরাতে বর্ণিত হযরত নূহ আঃ এর পুত্র সাম এর নাম থেকে এসেছে। জগতে সামী বা সেমেটিক জাতি বলে কোন অন্য জাতির অস্তিত্ব নেই। হযরত নূহ তনয় এর নামানুসারে এই নাম এক ভাষা গোষ্ঠীর পারিভাষিক নামে পরিনত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে একটি ভাষা ছিল সকল ভাষার উৎস। কালক্রমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন উপভাষায় ঐ মূল ভাষা বিভক্ত হয়ে যায়। ঐ সকল ভাষা 'সাম' এর বংশধরদের ব্যবহৃত ভাষা হওয়ায় উহাদেরকে একত্রে **সামী ভাষা** বা **Semetic Language** বলা হয়। তিনি বলেন---

فليس هناك امة تسمى بالأمة السامية انما هناك صلات لغوية بين
طائفة من اللغات، تدل على انها ترجع إلى اصل لغوى واحد[2]

'আরবী' সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর বহু বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ এক গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিনী ভাষা। অন্যান্য Semetic Language এর মধ্যে আরবী সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, উন্নত ও জীবন্ত ভাষা। তাছাড়া এই ভাষা সেমেটিক [illegible] অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।

---

[1] العرب قبل الاسلام صفحة ٤٠- لجرجى زيدان

[2] تاريخ الأدب العربي . العصر الجاهلي - شوق ضيف- صفحة ٣٦

সামী ভাষার মধ্যে-আসুরী , আরামী, ফিনিশী, সুমেরা, ইথিওপী, গীয, সিরিয়, নাবাত্তী, আমহারী, হিব্রু ও হাবাশী ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

এই সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর ভাষা গুলির একে অপরের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠতা, মিল ও নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান। Semetic Language এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আরবী ভাষা ধারণ করে আছে।

নিম্নে সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল-

(ক) আসুরী ও হাবশী ছাড়া সমস্ত সামী ভাষাই ডান দিক থেকে লেখা হয়।

(খ) واحد تثنية ও جمع এই ত্রি-বচন সামী ভাষা গুলিতে প্রয়োগ হয়ে থাকে। আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষা সংস্কৃতেও ত্রি-বচনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

(গ) শব্দ গঠনে মূলত الحروف الصحيحة বা ব্যঞ্জনবর্ণ প্রধান ভূমিকা গ্রহন করে, যেখানে حروف العلة বা স্বরবর্ণ গুলি রুপান্তরন ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে । যেমন মুল শব্দ -- دار যাহা রুপান্তরনে---

أقلامٌ , قلمان < قلمٌ ; رجالٌ , رجلان < رجلٌ ; دُورٌ , ديارٌ , داران

অনুরূপ ضرب ভাবে ضربا , ضربوا , اضرب ইত্যাদি।

حروف العلة : ا . و . ى শব্দের রুপান্তরনে ইহাদের বহুল প্রয়োগ করা হয়।

(ঘ) হিব্রু, ফিনিশি ও আরামী ভাষার অনেক শব্দের মুল ধাতুরুপ আরবী ভাষাতে পাওয়া যায়।

(ঙ) ভাষাগুলির মুল শব্দ (Root word) প্রায়শই তিন অক্ষর দ্বারা গঠিত হয়। বিশেষতঃ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইহা লক্ষ করা যায়। যথা- رجل মানুষ, شجرةٌ গাছ, قمر - চাঁদ , نصر - সাহায্য করল। استغفر (غفر) - ক্ষমা চাইল। يكسّرون (كسر) - তারা ভাঙছে।

চার, পাঁচ, বা ছয় অক্ষর বিশিষ্ট "মুল-শব্দ" ও আছে তবে ইহারা তুলনায় অনেক কম।

(চ) حسم এর ক্ষেত্রে تذكير ও تانيث ছাড়া অন্য কোন লিঙ্গ বা ক্লিব লিঙ্গ সামী ভাষা গোষ্ঠীতে নেই। লিঙ্গ চিহ্ন اسم ও فعل এর সাথে যুক্ত হয়ে থাকে, যথা زوجة - ذهبت

(ছ) শব্দের শেষাক্ষরের حركت বা স্বরচিহ্ন কারকের নির্দেশ দেয়। যথা جاء رجل (ُ পেশ) কর্তৃকারকের নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ একটি লোক আসিল। অনুরূপ ভাবে رأيت رجلا, (যাবার) কর্মকারকের ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ একজন লোককে দেখলাম।

(জ) সামী ভাষা গোষ্ঠীর فعل এর কালবাচক রূপ ২ টি (১) ذهب সে গেল (অতীতকাল) (২) يذهب- সে যাচ্ছে বা যাবে, **বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল।**

(ঝ) الضمير বা সর্বনাম اسم,فعل ও حرف সকলের সাথে যুক্ত হতে পারে।

يذهب	عليهم	بهم	ضربه	بيته
مستتر	حرف	حرف	فعل	اسم

(ঞ) বিশেষ্যের শেষাক্ষর সাধারনতঃ পেশ, যাবার ও যের এই তিনের কোন একটি গ্রহণ করে থাকে।

(ট) Semetic Language এ যৌগিক শব্দের ব্যবহার বিরল। اسم,فعل বা حرف কোন ক্ষেত্রেই যৌগিক শব্দ ব্যবহার হয় না। কেবল কিছু নাম বাচক (علم) শব্দে যৌগিক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে যথা— بعلبك معديكرب - حضرموت ইত্যাদি।

(ঠ) Semetic Language এর শব্দ ভাণ্ডারের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। যেমন, কয়েকটি উদাহরন---

	আক্কাদী	হিব্রু	আরামী	আরবী
আমি	انا كز	انى	انا	انا
তুমি	اتَ	اتَ	اتَ	أنتَ
সে	شوْ	هُ	هُ	هُو
পিতা	ابُوْ	أبْ	ابا	أبٌ
মাতা	أمُوْ	أمْ	أما	أمٌ

[4]

(ড) আরবীতে বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করার জন্য বিশেষ্য বা اسم এর শুরুতে "ال" যুক্ত করার রীতি অতিপ্রাচীন। কিন্তু হিব্রু ও আরামী ভাষীরা এক্ষেত্রে اسم এর শেষে " ه " যোগ করত। যথা الكتاب -বই টি (আরবী) । كتابه -বই টি (হিব্রু ও আরামী)

এ প্রসঙ্গে ডঃ শাওকী যইফ বলেন---

ومن ظواهر العربية التى اكدت اللغة الأوجرنتية أنه قديم ظاهرة التعريف "بأل" . وهى تقابل حرف الهاء الذى كان يستخدمه العبريون والأراميون فى التعريف . وكان الأولون يلحقونه ببدء الكلمة والأخيرون يلحقونه بأخرها -[5]

---

[4] আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-(১মখণ্ডঃ পৃঃ১৯)- অধ্যাপক শহীদুল্লাহ

[5] تاريخ الأدب العربى . العصر الجاهلى . - شوقى ضيف- صفحة-٧٠١

(ঢ) ক্রিয়াকে অকর্মক হতে সকর্মক করার একটি ব্যাকরন সুত্র হল فعل এর শুরুতে " أ " যুক্ত করা । এই নিয়মটি সেমেটিক ভাষা সমুহের কিছু ভাষাতে আছে; আবার কিছু ভাষাতে অন্য পদ্ধতি আছে । যেমন خرج মানে বের হওয়া, (অকর্মক) أخرج বের করল (সকর্মক ক্রিয়া) । অনুরুপ পদ্ধতি حبشى ও سريانى তে ও আছে । কিন্তু হিব্রু, সাবাঈ ও কিছু আরামীর উপভাষাতে (لهجات) " أ " এর পরিবর্তে " ه " প্রয়োগ বিধান রয়েছে। যেমন--- [6] هَخْرَجَ

অনুরুপ ভাবে Semetic Language এর বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরন সুত্র আরবী সহ সকল ভাষাগুলিতে সাদৃশ্য বহন করে আছে। সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর অনেক ভাষা মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে। কিন্তু "আরবী" তার বিকাশ পথে প্রবল ভাবে ধাবমান, বিকাশীল তথা এক প্রকার বিশ্ব ভাষার স্থান দখল করতে চলেছে । উক্তিটিকে অত্যুক্তি বলা কেমন ভাবে সম্ভব ! কারন, **'থাকবে যেখানে মুসলমান, রইবে হৃদয়ে আলকুরআন'**। আলকুরআন ও আলহাদীস ছাড়া তাঁদের নামাজ পাঠ তথা জীবন পথে চলা সম্ভব নয়। এই আরবী মহাগ্রন্থ সমূহ মুসলিমদের জীবনের রন্ধে রন্ধে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে; 'আরবী' যেহেতু সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর একটি জীবন্ত ও বিকাশশীল সদস্য, তাই এ ভাষা এই ভাষা গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্য ভাষা সমুহের অনেক বৈশিষ্টের ধারক ও বাহক হিসাবে আজও বিরাজ করছে।